بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১০ অক্টোবর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার ৬০-এর অধিক সদস্য

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা এ দাবি করে যে, তাঁর মহান চরিত্রের প্রতিটি আঙ্গিক ও প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে যেন আমরা ভালবাসি।"

- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১০ অক্টোবর ২০২০ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার ১২-১৫ বছর বয়সী ৬০এর অধিক সদস্যের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস আতফালুল আহমদীয়া সদস্যবৃন্দ বৃহত্তর সিডনী অঞ্চলের শহরতলী এলাকা মার্সডেন পার্কে অবস্থিত বায়তুল হুদা মসজিদ কমপ্লেক্স (জাতীয় সদর দপ্তর)-এর খিলাফত হলে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও এর অনুবাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, যার পরে একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) পরিবেশন করা হয়। এরপর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার মোহতামীম আতফাল (শিশু-কিশোর বিষয়ক সেক্রেটারি) একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

ঘণ্টাব্যাপী সভার বাকি সময় মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কী – এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, হুযূর আকদাস বলেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য এক সার্বজনীন

শিক্ষা। এর বিপরীতে, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং ধর্মগ্রন্থসমূহ নির্দিষ্ট জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য ছিল। হুযূর আকদাস বুঝিয়ে বলেন যে, যখন মানবজাতি তাদের বোধবুদ্ধির কাঙ্ক্ষিত পরিপক্কতায় উপনীত হয়েছিল এবং যখন একটি ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছা সম্ভব ছিল, কেবল তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ সীমাহীন আশীষ ও অনুগ্রহে, ইসলামের মহানবী (সা.)-কে পৃথিবীতে আবির্ভূত করেন এবং তাঁকে শেষ শরীয়তবাহী নবী হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

এরপর, যখন প্রশ্ন করা হয় মহানবী (সা.)এর এমন কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, যা হুযূর আকদাসের কাছে তাঁর (সা.) অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বেশি প্রিয়, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন; আর তাই, তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা আমাদের কাছ থেকে এ দাবি করে যে আমরা যেন তাঁর সত্ত্বার প্রতিটি দিক এবং তাঁর চরিত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসি। অতএব, মানবতার জন্য পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.)-এর উপর দৃষ্টিপাতের সময় তার কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, আমার আমরা যেন তাঁর প্রত্যেকটি কর্ম এবং বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসি, এবং আমাদের যতটুকু সাধ্য, নিজ জীবনে সেগুলো অনুসরণের বিষয়ে সচেষ্ট হই। যদি কোন ব্যক্তি এভাবে তার নিজ জীবন-যাপন করতে সমর্থ হন, তবে নিশ্চিতভাবে তিনি এক উত্তম মুসলমান সাব্যস্ত হবেন।"

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধের কারণে যদি কেউ মসজিদের স্থলে নিজ বাসায় পাঁচ ফরয নামায আদায় করেন তবে খোদা খোদা তা'লা নিকট সেই একই পুরস্কার লাভ করবেন কীনা।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বর্তমানে যে সকল মুসলমান কোভিড-১৯ জনিত বিধি-নিষেধের কারণে ঘরে নামায পড়ছেন তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করছেন, আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি পরম দয়ালু। যদি কোন মুসলমান উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ইবাদতের জন্য মসজিদে যাওয়া এড়িয়ে চলে, তবে এটি অন্যায় হবে। কিন্তু, যেখানে বিদ্যমান পরিস্থিতি এর অনুমতি দেয় না, সেখানে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের অন্তরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাঁর পুরস্কার দান করে থাকেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন যে, 'নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।' যদি কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য পবিত্র হয়, তবে তাকে তদনুযায়ী পুরস্কৃত করা হবে। অপরপক্ষে, যদি কারো

উদ্দেশ্য অসৎ হয়ে থাকে, তবে তিনি তাঁর অসন্তুষ্টির শিকার হবেন। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ দান করে থাকেন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য আন্তরিক নয়, আর এটি এমন এক বিষয় অন্যায় এবং যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করে থাকেন।"

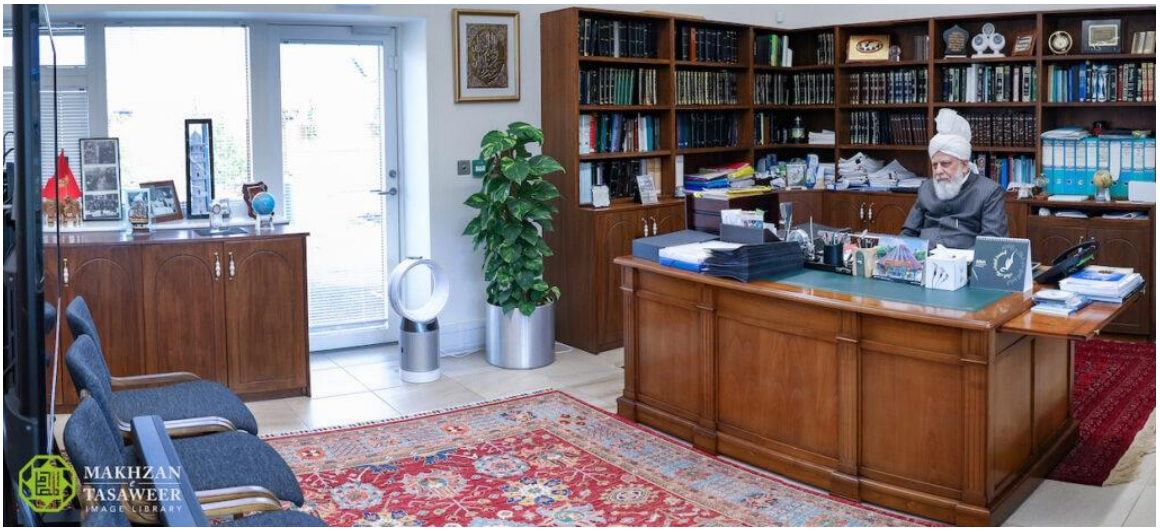

এক ছোট বালক হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, নিজ বন্ধুদের মাঝে কোন্ কোন্ গুণাবলী তাদের অনুসন্ধান করা উচিত।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করো যারা তোমার প্রতি বিশ্বস্ত, যারা আন্তরিক এবং যারা অন্যদের জন্য তাদের হৃদয়ে সহানুভূতি রাখে, আর যাদের চরিত্র ভালো। প্রকৃত বন্ধু তারা, যারা কোন অবস্থাতেই তোমার সাথে প্রতারণা করবে না, বা মিথ্যা বলবে না। যেহেতু তোমরা সকলেই নবীন ছাত্র, তাই এমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলো, যারা তাদের পড়াশোনায় যত্নশীল। উপরন্তু, আহমদী মুসলমান হিসেবে, তোমাদের এমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা উচিত, যারা খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।"